প্রথম আলো

তারিখ 13 APR 2014 পৃষ্ঠা 24 কলাম 2

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পরীক্ষা

ফটোকপির সঙ্গে প্রায় মিলে গেল প্রশ্নপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

হাতে লেখা যে প্রশ্নমালা নিয়ে নগরের ফটোকপির দোকানগুলোতে আগের দিন বিকেলে ভিড় করেছিলেন শিক্ষার্থীরা, গতকাল শনিবার পরীক্ষার হলে সেই প্রশ্নগুলো প্রশ্নপত্রে পেয়েছেন তাঁরা। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্ন সংগ্রহ করতে শুক্রবার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফটোকপির দোকানে ভিড় করতে দেখা গেছে।

বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, শুক্রবার সকালে অনেক শিক্ষার্থী ফটোকপির দোকানে এক থেকে তিন হাজার টাকায় কিনেছেন প্রশ্নমালা। দুপুরের পর তা ১০০ থেকে ২০০ টাকায় এবং সন্ধ্যার দিকে মাত্র দুই টাকায় পাওয়া গেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

প্রায় মিলে গেল প্রশ্নপত্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

একজন সচেতন অভিভাবক গত শুক্রবার বিকেলে প্রশ্নের একটি কপি নিয়ে রাজশাহী প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন।

তিনি বলেন, তাঁর ভয় হচ্ছে এই প্রশ্নই হয়তো পরীক্ষায় মিলে যাবে। বিষয়টির দিকে নজর রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। পরে খোঁজ নিয়ে নগরের বেশির ভাগ ফটোকপির দোকানেই ওই প্রশ্নের কপি ফটোকপি করতে দেখা যায়।

গতকাল শনিবার সকাল নয়টায় এই পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পরই ফটোকপির প্রশ্ন মিলে গেছে বলে শহরে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। দুপুর ১২টায় পরীক্ষা শেষে প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখা গেছে, আগের দিনের ফটোকপির প্রশ্নের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের মিল রয়েছে। তবে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের নম্বরের ক্রমিকগুলো এলোমেলো করে দেওয়া হয়েছে। যেমন মূল প্রশ্নে যেটি ৫ নম্বর প্রশ্ন, ফটোকপিতে সেটি ৪ নম্বর। আবার মূল প্রশ্নে যেটি ৪ নম্বর ফটোকপিতে ৩ নম্বর। ফটোকপির প্রশ্নপত্রে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি ও 'গ্লোবালাইজেশন' নিয়ে একটি রচনা লেখার কথা বলা হয়েছিল। এগুলোও মূল প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

পরীক্ষা চলাকালে গতকাল রাজশাহী কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, অনেকে নির্ধারিত সময়ের আগেই উত্তরপত্র জমা দিয়ে বাইরে চলে এসেছেন। তাঁদের কয়েকজন জানান, তাঁরা যে প্রশ্ন পেয়েছিলেন, সেটির সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্র মিলে গেছে।

রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি টের পান। তখনই তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বিষয়টি টেলিফোনে জানান। তিনি (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, যে প্রশ্ন বাইরে পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের প্রশ্নের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।